2-3-39

দেবদত্ত ফিল্ম
লিমিটেডের
নিবেদন

দেবদত্ত শীল

প্রযোজিত

চিত্র-পরিবেশক

কপুর চাঁদ লিমিটেড

পরিচালনা

## জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র পরিচালনা
**গীতা ঘোষ**

*

শব্দ গ্রহণ
**সত্যেন দাশ গুপ্ত**

*

রসায়নাগার
**ধীরেন দে**

*

শিল্প-নির্দ্দেশ
**পরেশ বসু**

*

সুর-যোজনা
**হিমাংশু দত্ত**
**রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য**

*

আবহ সঙ্গীত
**আই এস ফ্রাঙ্ক**

*

গীত রচনা
**প্রণব রায়**

*

স্থির চিত্র
**সমর রায়**

*

ভাস্কর্য্য
**শিব পাল**

*

রূপ-সজ্জা
**আশু**

*

মঞ্চ-সজ্জা
**পাঁচু শীল**

প্রধান ব্যবস্থাপক
**ভোলা আঢ্য**

*

সম্পাদনা
**রাজেন চৌধুরী**

*

তত্ত্বাবধান
**বেচু সিংহ**

*

সহকারী বৃন্দ

তত্ত্বাবধানে
**ত্রিপুরা বন্দোপাধ্যায়**

*

আলোক চিত্রে
**রাম অযোধ্যা**

*

শব্দ গ্রহণে
**চুণীলাল দাস**

*

রসায়নাগারে
**অধীর দাস**

*

মঞ্চ-সজ্জায়
**প্রফুল্ল নন্দী**

## ভূমিকায়

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| অহীন্দ্র | ... | জরাসন্ধ | নির্ম্মলেন্দু | ... | ভীষ্মক |
| রতীন | ... | রুক্মী | জহর | ... | শিশুপাল |
| রাধিকানন্দ | ... | পুরন্দর | | | |
| সন্তোষ সিংহ | ... | সেনাপতি | | | |
| সন্তোষ দাশ | ... | দলপতি | | | |
| বেচু সিংহ | ... | পুণ্ডরীক | | | |
| সিদ্ধেশ্বর | ... | শ্রীকৃষ্ণ | | | |
| কার্ত্তিক রায় | ... | কঙ্কণ | | | |
| বিজয় কার্ত্তিক | ... | কল্লুক | | | |
| ত্রিপুরা | ... | লম্বোদর | | | |
| অমল বন্দ্যো | ... | ১ম ব্রাহ্মণ | | | |
| রাধাচরণ | ... | ২য় ব্রাহ্মণ | | | |
| ধীরেন দাস | ... | উদ্ধব | | | |

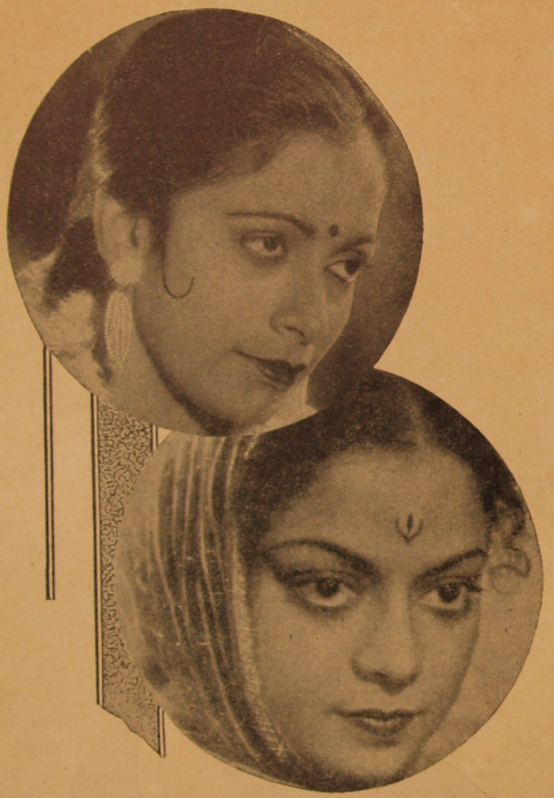

ভূমিকায়——

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **পান্না** | ... | রুক্মিণী | **প্রতিমা** | ... | চিত্রা |
| দেববালা | ... | রাজমহিষী | সুহাসিনী | ... | ধাত্রী |
| | | উষারাণী | ... | লম্বোদরের স্ত্রী | |



## কাহিনী

একদিকে যুগাবতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, আর একদিকে দাম্ভিক, কৃষ্ণদ্বেষী, শক্তিমত্ত, ভারতে নব সাম্রাজ্য-স্থাপন-লোলুপ মগধরাজ জরাসন্ধ। একদিন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এই দুই অসামান্য পুরুষের দ্বন্দ্বক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সংগ্রাম ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নয়,—আদর্শের সঙ্গে ভিন্ন আদর্শের, নীতির সঙ্গে নীতির।

যে রাজনৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে' শ্রীকৃষ্ণ ভারতে নবযুগের সূচনা করতে চেয়েছিলেন জরাসন্ধের কাছে তা অসহ্য। শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে না পারলে তার স্বস্তি নেই। তার সমস্ত শক্তি ও কূটবুদ্ধি এই উদ্দেশ্যেই সেদিন সে প্রয়োগ করেছে। তার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী মগধ থেকে দিগ্বিদিকে ভারতের নানা রাজ্যে হানা দিয়েছে—পরাজিত লাঞ্ছিত রাজন্যবর্গের কাছে জরাসন্ধ এই প্রতিশ্রুতি আদায়

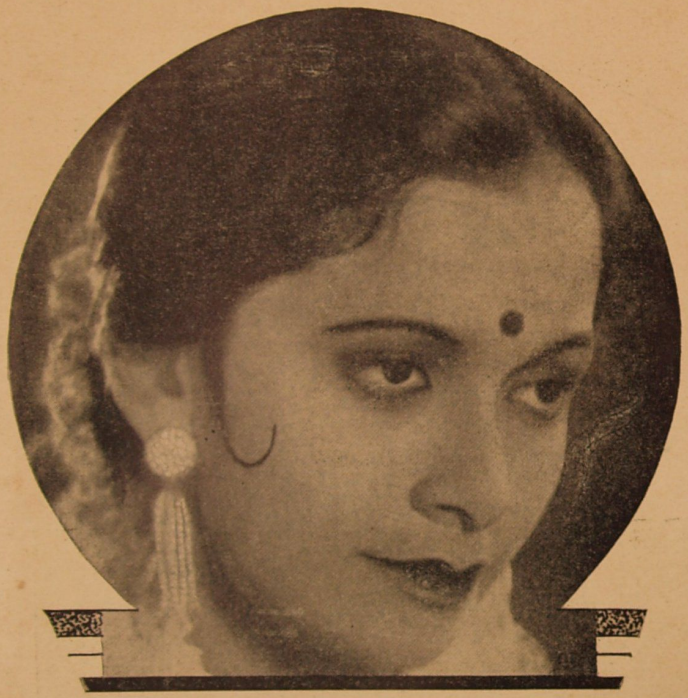

করে নিয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামে তারা হবে জরাসন্ধের সহায়। শ্রীকৃষ্ণের পূজা ত দূরের কথা, তাঁর নাম পর্য্যন্ত জরাসন্ধের বিজিত রাজ্যে উচ্চারিত হবে না।

এমনি করে একদিন জরাসন্ধের দুর্বার সৈন্যবাহিনী দুরন্ত বন্যার মত বিদর্ভের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হ'ল। দুর্ব্বল রাজা ভীষ্মকের অক্ষম শাসনে বিদর্ভ তখন নিস্তেজ নির্বীর্য্য। জরাসন্ধকে বাধা দেবার মত শক্তি তার নেই। রাজকুমার রুক্মী বিদর্ভের এই নিষ্প্রাণতায় মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আঘাত দিয়ে তার এই সুপ্তি-জড়তা দূর করবার জন্যে তিনি অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। জরাসন্ধের সঙ্গে গোপনে তিনি করলেন চুক্তি। তাঁরই চক্রান্তে জরাসন্ধের কাছে





বিদর্ভ বশ্যতা স্বীকার করলে। জরাসন্ধের আদেশে সমস্ত বিদর্ভে কৃষ্ণ-পূজা নিষিদ্ধ হল—এ নিষেধ অমান্যের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

বিদর্ভের রাজকুমারী রুক্মিণী যখন তাঁর প্রিয় সখি চিত্রার মুখে এ সংবাদ শুনলেন তখন তাঁর বিস্ময় ও বেদনার সীমা রইল না। চিত্রার কাছে তিনি আরো জানতে পারলেন যে চেদীরাজ শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন হচ্ছে এবং এ বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা তাঁর ভাই রুক্মী।

আজন্ম যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে এসেছেন, চোখে না দেখেও অন্তরে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীত্বে বরণ করেছেন, তিনি কখন কৃষ্ণ-বৈরী শিশুপালকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হ'তে পারেন! রুক্মিণী, তাঁর মা, বিদর্ভের রাজমহিষীর কাছে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। একথাও তিনি জানালেন যে প্রয়োজন হ'লে তিনি নিজেই এ অন্যায়ের প্রতিকার করবেন।

কিন্তু রাজকুমারী রুক্মিণীর ভাগ্যাকাশ ক্রমশঃই আরো অন্ধকার হয়ে এল। তাঁর ভাই রুক্মী বিদর্ভের কল্যাণের জন্যে শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ রাজ-নৈতিক দিক থেকে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। সে

চেষ্টায় বিফল হয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন যেমন করে হোক রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহ তিনি দেবেন-ই। ওদিকে সরলা চিত্রা, জরাসন্ধের এক দেহরক্ষী ও পরম বিশ্বস্ত অনুচর পাষণ্ড পুণ্ডরীকের ছলনায় প্রতারিত হয়ে এক অভিসার-রাত্রে অতর্কিতে রুক্মিণীর কৃষ্ণ-ভক্তির কথা প্রকাশ করে ফেললে। পাষণ্ড পুণ্ডরীকের যথার্থ স্বরূপ এবার উদ্ঘাটিত হ'ল। প্রণয়ের সমস্ত ভাণ পরিত্যাগ করে নিষ্ঠুরভাবে ভীত অসহায় চিত্রাকে সে জরাসন্ধের প্রমোদ-কক্ষে টেনে নিয়ে গেল সেই রাত্রেই। তারপর জরাসন্ধ ও ভীষ্মকের সামনে চিত্রাকে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত করে রাজকুমারী রুক্মিণীর কৃষ্ণভক্তির কথা সে জরাসন্ধকে জানালে। জরাসন্ধ এ সংবাদে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে পর দিন থেকে বিদর্ভের সমস্ত কৃষ্ণ-ভক্তদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেবার আদেশ দিলেন।

সেই রাত্রে নারীত্বের নিদারুণ লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে চিত্রার প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেল। মাধুর্য্যময়ী সরলা একটি মেয়ে লেলিহান প্রতিহিংসার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হয়ে উঠল অপমানের বিষ-জ্বালায়।

চিত্রা সেই রাত্রেই রাজকুমারী রুক্মিণীর কক্ষে গিয়ে সকল কথা জানিয়ে বিদর্ভ ও তাঁর নিজের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাঁকে সাবধান করে দিলে। নিরুপায় রাজকুমারী উদ্ধারের কোন পথ কোন দিকে না দেখতে পেয়ে দ্বারকায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছেই তাঁর বিশ্বস্ত ধাত্রীপুত্রের মারফত সাহায্য ভিক্ষা করে পাঠালেন।

বিদর্ভ থেকে দ্বারকা বহুদূরের পথ। রুক্মিণীর দূত যখন জীবন তুচ্ছ করে অক্লান্তভাবে দ্বারকার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে বিদর্ভে তখন জরাসন্ধের অত্যাচারে উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস ধ্বনিত। স্বয়ং রাজকুমারী রুক্মিণী পর্য্যন্ত শিশুপালকে বিবাহ করতে অস্বীকার করার জন্যে জরাসন্ধের আদেশে তাঁর কৃষ্ণ-মন্দিরে বন্দিনী।

রুক্মিণীর সঙ্কল্পকে কোন মতে টলাতে না পেরে ক্রোধোন্মত্ত জরাসন্ধ ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে শেষে একদিন কল্লুক নামে এক ক্রীতদাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করতে আদেশ দিলেন।

নিদ্রিত নিশ্চেতন বিদর্ভ এতদিন পর্য্যন্ত অনেক আঘাত, অনেক উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করেছে, কিন্তু এই চরম আঘাত, তাদের রাজকুমারীর এই অবমাননা তারা আর সইতে পারলেনা। অসন্তোষের বহ্নি শিখা দিকে দিকে জ্বলে উঠল।





দেখা গেল কুটনীতিজ্ঞ রাজপুত্র রুক্মীর গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ হয় নি। বিদর্ভের আত্মমর্য্যাদা-বোধ সত্যই এতদিনে জাগ্রত হয়েছে।

উত্তেজিত জনতা জরাসন্ধের কাছে এসে এ বিবাহের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানালে। ক্রোধান্ধ দাম্ভিক জরাসন্ধ কিন্তু সে প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে জানালেন এ বিবাহ অনিবার্য্য। জনতা আরো অশান্ত হয়ে উঠল—রাজপ্রহরীদের আক্রমণে তাদের বিক্ষোভ আরো তীব্র হয়ে উঠল। সমস্ত নগরময় জরাসন্ধের সৈনিকদের সঙ্গে বিদর্ভবাসীদের সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল।

কিন্তু জরাসন্ধ অত অল্পে তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হবার পাত্র নন্। সকল

বাধা উপেক্ষা করে' ক্রীতদাস কল্পকের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ তিনি দেবেনই। তাঁর আদেশে পুণ্ডরীক মন্দির-কারা থেকে রুক্মিণীকে যখন বিবাহ-সভায় নিয়ে আসছে, অসহায় রাজকুমারী রুক্মিণী, উদ্ধারের সকল আশা যখন পরিত্যাগ করেছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল কৃষ্ণ-বলরামের রথ রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। রুক্মিণীর আকুল প্রার্থনা বুঝি ব্যর্থ হয়নি।

পুণ্ডরীক সভয়ে রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করলে। কিন্তু কোথায় সে যাবে? প্রতিহিংসার মূর্ত্তরূপ চিত্রা যে তাকে অনুসরণ করছে।

বিবাহ-সভায় জরাসন্ধের কাছেও কৃষ্ণ-বলরামের পুরী-প্রবেশের এ সংবাদ পৌঁছোল। জরাসন্ধ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। এতদিনে তাঁর চিরকালের



কামনা বুঝি পূর্ণ হতে চলেছে। সমস্ত দ্বার রোধ করে পুরীর মধ্যে সহায়হীন কৃষ্ণ-বলরামকে এবার তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন!

রাজপুরীর তোরণ-দ্বার জরাসন্ধের আদেশে রুদ্ধ হ'ল। জরাসন্ধ সসৈন্যে কৃষ্ণ-বলরামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

রুদ্ধনগরের মাঝে অগণণ শত্রুর মাঝখান থেকে নিঃসহায় কৃষ্ণ-বলরাম কেমন করে রুক্মিণীকে উদ্ধার করবেন?

চিত্রার প্রতিহিংসা সত্যি পূর্ণ হবে কি?

## গান

### এক

আমার পূজার ফুল, মালা হতে চায়,
তোমারি তরে ওগো হৃদয়-হরণ ॥
আমি চরণে তব নিবেদিতা,
লহ এ তনু মনের প্রেম নিবেদন ॥



ওগো কৃষ্ণ-কিশোর তব অনুরাগে
মোর প্রেম-যমুনায় আজি দোলা লাগে ;
প্রিয় আর কত দিন লুকায়ে রবে
কৃষ্ণা তিথির চাঁদের মতন ॥

রুক্মিণী

### দুই

নব অনুরাগিনীরে
চাহ ফিরে !
আমি কৃষ্ণ-কিশোর
সখি তব মনচোর,
বাহু-বল্লরী-বন্ধনে
রাখ ঘিরে ॥

চিত্রা

## তিন

নিশীথ রাতের অন্ধকারে
এস মনোহর !
আমার সাথে জেগে আছে
আমার বিজন ঘর ॥





নাইবা হ'ল আরতি-দীপ জ্বালা,
নাইবা গাঁথা হ'ল বরণ-মালা
মনে মনেই শুধু হবে আমার
মনের স্বয়ম্বর ॥

চিত্রা

## চার

কিবা অপরূপ সাজে
সাজে নব শ্যামরায় !
( এ ) রূপের নাগর নর কি বানর
রূপ দেখে বোঝা দায় ॥
( এর ) রূপের কথাটী তুল না,
( দেখি ) রূপের নাহিক তুলনা ;
( এ যে ) কিষ্কিন্ধ্যার কৃষ্ণ কিশোর
( আহা ! ) রূপ দেখে মরি মরি
দেয় রাধিকা গলায় দড়ি !
( হেরি ) রূপের নমুনা প্রেমের যমুনা
পলকে শুকায়ে যায় ॥

নর্ত্তকীগণ

## পাঁচ

আমি বনের পাখী হতাম যদি
ওরে বনের সারি !
উড়ে যেতাম যেথায় আছে
কিশোর বংশীধারী ॥
যদি বঁধুর দেখা পেতাম
আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম গাহিতাম ;
শুনে সে নাম মধুর বাজিয়ে নূপুর
নাচ্‌ত ব্রজ নারী
ওরে বনের সারি !!

রুক্মিণী

## ছয়

সুন্দর হে, তুমি নহত পাষাণ !
তবে কেন দাওনা সাড়া
একি নিষ্ঠুর তব অভিমান ॥





তোমার মূরতি যবে ধূলিতে লুটায়
আরতির দীপ নিভে যায়,
মনে হয় ওগো প্রিয়তম
( এ যে ) আমারি প্রেমের অপমান ॥

রুক্মিণী

## সাত

যেমন করে গিয়েছিল
কৃষ্ণ-মথুরায়—
প্রিয় তেম্‌নি তুমি দূরে গিয়ে
কাঁদাবে আমায় !
তুমিও কি প্রিয়তম
পাষাণ-হৃদয় কৃষ্ণসম—
যে ফুল তোমার পায়ে লুটায়
তারেই দল্‌বে পায় ॥
কৃষ্ণ ছিল শত গোপীর—
—একটী বঁধু হয়ে ;
তোমারও কি মিট্‌ল না সাধ
একটী হৃদয় লয়ে ।
তবে কেন মালার ডোরে—
বাঁধলে আমায় এমন করে ?
মালা তোমার চাইনি প্রিয়
চেয়েছি তোমায় ।

চিত্রা

## আট

কে দিয়েছে ঠাকুর তোমায়
ভক্ত-সখা নাম ?
পাষাণ হতেও পাষাণ তুমি
ওহে নিঠুর শ্যাম !!

যে কেঁদে তোমায় ডাকে—
তুমি আরও কাঁদাও তাকে
পাষাণ পূজো সার হয় তার
কাঁদন অবিরাম ॥
( প্রভু ) তোমার লাগি ধূপের মতন
সইছে যারা দুঃখ দহন
এবার তাদের অশ্রু মুছাও
পুরাও মনস্কাম ॥

উদ্ধব

## নয়

আজি ঝিকিমিকি জ্যোছনা দীপালি
বঁধু নয়নে নয়নে হোক্ মিতালী।
আজি টলমল দোলে রূপ-মদিরা
মোর এ দেহ-যমুনা হল অধীরা ;
বাজে রুমুঝুমু রুমুঝুমু
নূপুরের গীতালি
বঁধু নয়নে নয়নে হোক মিতালী ॥
আজি কুসুম শয়ন তলে দুজনে
মোরা জাগিব রজনী প্রেম কূজনে
তব আঁখি হ'তে মুছে যাক নিদালী ॥
বঁধু প্রেমের কাজল দিব পরায়ে
আমি মালা হয়ে রব প্রিয় জড়ায়ে
মম যৌবন বনে ফোটে শেফালী ॥

নর্ত্তকীগণ

## দশ

শ্যামপিয়ার সনে খেলিতে হোলি
আয় তোরা শ্যাম পিয়ারি।
অঞ্চল হতে আজি উতল বায়ে
মুঠি মুঠি কুঙ্কুম দে উড়ায়ে ;





প্রেম পরাগে রাঙা অনুরাগে
রাঙা হবে কৃষ্ণ মুরারী ॥
হাতে লয়ে রং ঝারি আবীর দিয়া
রাঙাব পিয়া আজি রাঙাব হিয়া ;
বাহু-ফুল ডোরে রাখিব বাঁধিয়া
চঞ্চল লীলা-বিহারী ॥

নরনারীগণ

## এগার

প্রাণের মাঝে পূজার বেদী,
তোমায় সেথা রাখি !
মালা দিয়ে বরণ করে
প্রিয় বলে ডাকি।
( হে দেবতা ) ॥
অনুরাগের আরতি মোর
লহ লহ লীলা-কিশোর,
তোমার নীল কপোলে চন্দন মোর
প্রেমের তিলক আঁকি ॥

ভক্ত

দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীসরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
বোস প্রেস ৩০ ব্রজ মিত্র লেন হইতে এস, সি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

# পরবর্ত্তী আকর্ষণ

পূর্ণাঙ্গ হাস্য-সরস ---

--- সামাজিক চিত্র

পরিচালনা—ধীরেন গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে—ডি, জি, ও প্রতিমা

## পথ ভুলে

আধুনিক যুগের
সমস্যা-গভীর
সামাজিক চিত্র
মণীষা

—গীতি-প্রধান পৌরাণিক চিত্র
চিত্রাঙ্গদা

দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেড

BOSE PRESS
CALCUTTA.